মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র নিকট অর্থ সচিব ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি হস্তান্তর করছেন।

অর্থ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জনগণের নিকট সহজে সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অর্থবিভাগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এসবের মধ্যে লক্ষ্যণীয় অর্জনসমূহ হলোঃ

- প্রতিবছরের ন্যায় জাতীয় সংসদে বাৎসরিক বাজেট ও মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-বিবৃতি পেশ করা হয়েছে;
- অর্থ বিভাগের নিয়মিত প্রকাশনা 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' প্রকাশ করা হয়েছে;
- জাতীয় বাজেটের সাথে দারিদ্র্য দূরীকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, শিশু অধিকার, বিদ্যুৎ-জ্বালানী, অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, প্রবৃদ্ধি সঞ্চালক বৃহৎ প্রকল্প,ঋণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে;
- অর্থবিভাগের বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিফলন ঘটিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে;
- মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় অর্থনীতির ৪টি প্রধান খাত তথা প্রকৃত, রাজস্ব, আর্থিক ও মুদ্রা খাত এবং বহিঃখাতের চলকসমূহের প্রাক্কলণ ও মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ করার মাধ্যমে অর্থবিভাগ আর্থিক খাতের সার্বিক শৃঙ্খলা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে;
- বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত ৪৫টি রাস্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের বাজেট (১ম ও ২য় খন্ড) এবং বাজেট সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশ করা হয়েছে;
- সামাজিক খাতে লক্ষ্যাভিমুখী সম্পদ সঞ্চালনে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়ে ২০১৮ সালে ২১.৮ শতাংশে এবং অতিদারিদ্র্য হ্রাস পেয়ে ১১.৩ শতাংশে নেমে এসেছে; প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ৭২.৮ বছরে উন্নীত হয়েছে;
- সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখতে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে Public Financial Management Reform Strategy, 2016-21 প্রণয়ন করা হয়েছে;
- পরিচালন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ৩৮টি উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন ও অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- মৃত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত সরকারি ঋণ ও সুদ মওকুফের ৫০টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- সরকারি কর্মচারীদের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি চাকুরিজীবীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তফসিলি ব্যাংক এবং বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঋণ কার্যক্রমটি পরিচালনা করছে এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত ১০১টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়েছে;

- অবকাঠামো নির্মাণে সরকারি অর্থায়নের বিকল্প হিসাবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উৎসাহ প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে সরকারি আর্থিক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে Rules for Viability Gap for PPP Project, 2018 এবং Rules for PPP Technical Assistance Financing, 2018 জারি করা হয়েছে। জি-টু-জি চুক্তির ভিত্তিতে পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি পলিসি প্রণয়ন করা হয়েছে;
- SEIP প্রকল্পের আওতায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। এ প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় National Human Resource Development Fund (NHRDF) ও National Skills Development Authority (NSDA) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠান দু'টি কার্যকর হলে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অধ্যায় সূচিত হবে;
- ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে নতুন বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে। দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরী আইবাস++ (সমন্বিত বাজেট ও হিসাব পদ্ধতি) সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে সিভিল হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা হিসাবরক্ষণ কার্যালয় এবং রেলওয়েতে সরকারের বাজেট প্রণয়ন ও হিসাব প্রক্রিয়াকরণের কাজ চালু করা হচ্ছে;
- সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির আওতায় সকল মন্ত্রণালয়ের সচিবালয়ের গেজেটেড কর্মকর্তাদের অন লাইন পে বিল সাবমিশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;
- নন-গেজেটেড কর্মচারীদের অনলাইনে বেতন বিল দাখিল এবং EFT এর মাধ্যমে বেতন প্রদান অর্থবিভাগসহ কয়েকটি দপ্তরে সফলভাবে পাইলটিং করা হয়েছে;
- প্রায় ১১,৫০,০০০ সরকারি কর্মচারীর অনলাইন ডাটাবেইজ সম্পন্ন হওয়ায় তাদের বেতন ভাতা বাবদ বাজেট প্রণয়ন, অবসর গ্রহণের তথ্য এবং EFT এর মাধ্যমে বেতন পরিশোধের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়াধীন ৭টি SAE(Self Accounting Entity) গণপূর্ত অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, রেলওয়ে, ডাক বিভাগ ও সিজিডিএফ- এ iBAS^{++} এর হিসাবরক্ষণ মডিউল চালু করা হয়েছে। এগুলো থেকে ইলেকট্রনিক এডভাইসের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে, যার ফলে বিল প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হচ্ছে;
- সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন ডাটাবেইজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডাটাবেইজভুক্ত প্রায় ৬,৫০,০০০ পেনশনভোগীদের EFT এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পেনশন পরিশোধ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২৭ হাজার পেনশনারের ব্যাংক একাউন্টে ইএফটির মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ করা হচ্ছে। একটি কেন্দ্রীয় পেনশন কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সকল পেনশনারদের ই-পিপিও প্রদান করা হবে এবং EFT এর মাধ্যমে পেনশন পরিশোধ করা হবে;
- অর্থবিভাগের উদ্যোগে সঞ্চয়পত্র ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করে 'জাতীয় সঞ্চয়স্কীম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' চালু করা হয়েছে। এর ফলে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের বিক্রয়, মুনাফা, নগদায়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যাবে, NID এর ভিত্তিতে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের উর্ধ্বসীমা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। গ্রাহকের মুনাফা ও আসল ইএফটির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিশোধ করা সম্ভব হবে এবং সঞ্চয়পত্রকে পেপারলেস (Script-less) করা হয়েছে। সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত হবে এবং এ খাতে সুদ বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে আসবে;
- স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ যেন ট্রেজারির বাইরে পড়ে না থাকে, সে উদ্দেশ্যে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য iBAS^{++} এ নতুন মডিউল সংযোজন করা হয়েছে। এই মডিউলটি সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল এ সফলভাবে পাইলটিং সম্পন্ন

হয়েছে এবং

- উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ ছাড়ের প্রক্রিয়া সহজতর করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অনুমোদিত সরকারি প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তি পর্যন্ত অর্থ ব্যবহারের ক্ষমতা প্রকল্প পরিচালকের হাতে ন্যাস্ত করা হয়েছে। ফলে অর্থ ছাড়ের জন্য ইতোপূর্বে যে এক থেকে দুই মাস সময়ের প্রয়োজন হতো তা বেঁচে যাবে। এর ফলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।